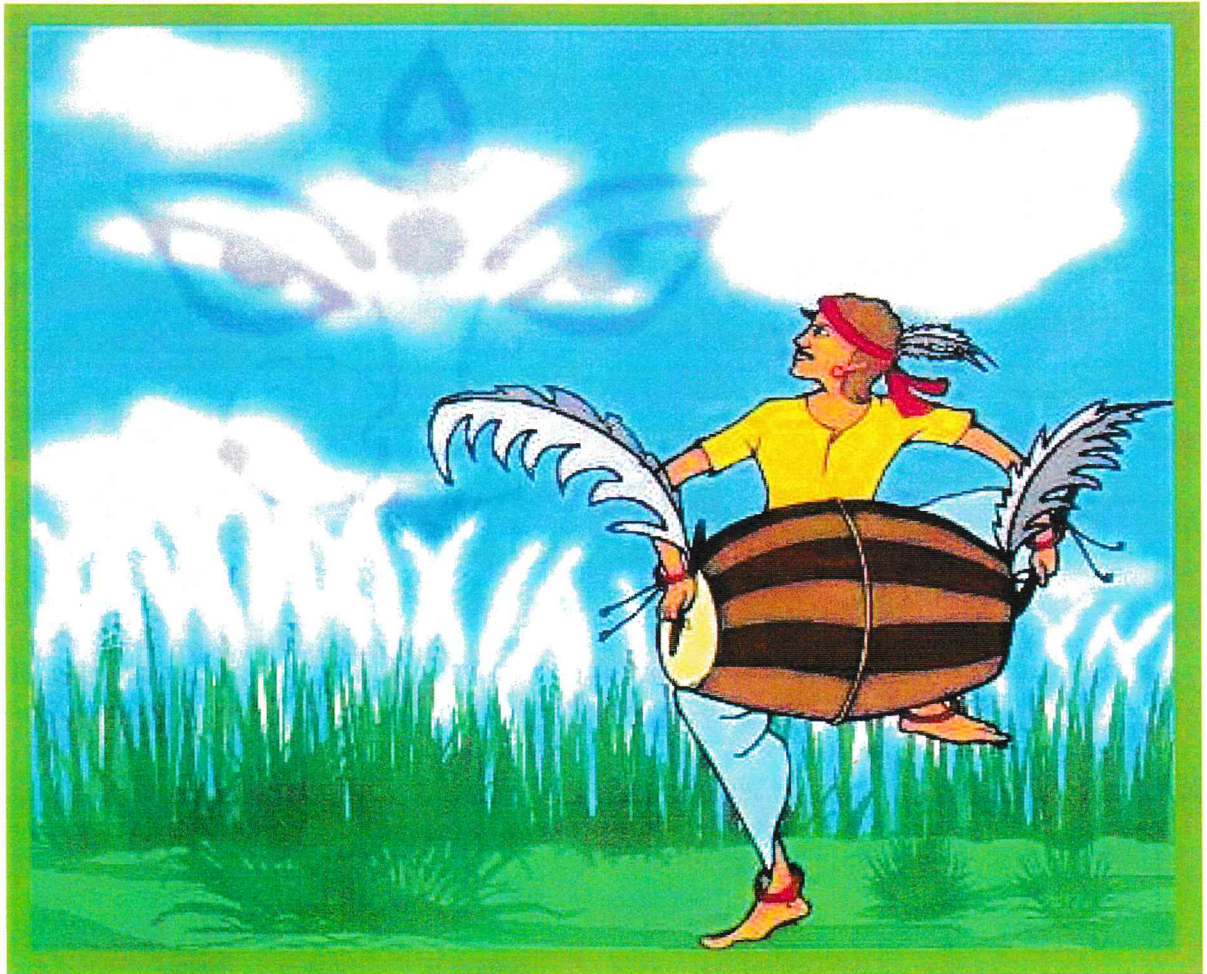


আগমনী ১৪০৮



Agomoni 2001



BICHITRA – Bengali Association of Manitoba





অগোমনি

AGOMONI

VOLUME 22, 2001

Published by:

BICHITRA,
The Bengali Association of Manitoba
Winnipeg, Manitoba

Editor:

Soubhik Maiti

Cover:

The illustration on the cover page
depicts the festival of Durga Puja

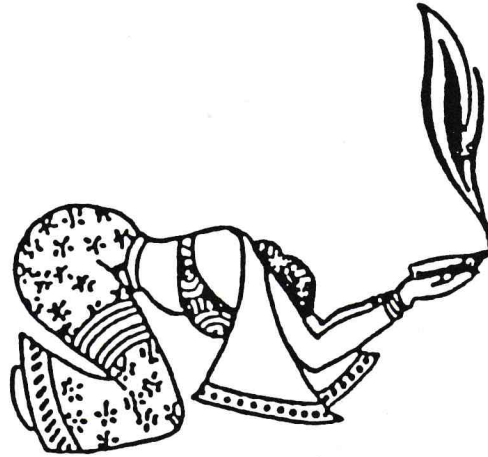
Special Thanks to:

- The members who contributed literary works
- The organizations who provided advertisements
- Members of BICHITRA for their support



২০০১ সাল
দুর্গা পূজার সময় তালিকা

২২শে অক্টোবর সোমবার	ষষ্ঠী তিথি : বোধন, আবাহন, অধিবাস, সন্ধ্যা ৭টা-৯টা	
২৩শে অক্টোবর মঙ্গলবার	সপ্তমী তিথি বিহিত পূজা ; সন্ধ্যারতি	বেলা ১০টা-১২টা সন্ধ্যা ৭টা-৮টা
২৪শে অক্টোবর বুধবার	অষ্টমী তিথি বিহিত পূজা : সন্ধি পূজা সন্ধ্যারতি	বেলা ১০টা-১২টা ১২-৫০মি - ১-৫০মি সন্ধ্যা ৭টা-৮টা
২৫শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার	নবমী তিথি বিহিত পূজা : হোম সন্ধ্যারতি	বেলা ১১টা -১২-৩০মি. ২টা-৩টা সন্ধ্যা ৭টা-৮টা
২৬শে অক্টোবর শুক্রবার	দশমী তিথি বিহিত পূজা :	সন্ধ্যা ৫টার মধ্যে সমাপন বিহিত ।

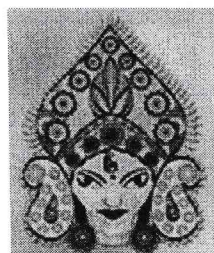


DURGA PUJA SCHEDULE 2001



SHASTI 5th Kartik 1408 - 22nd Oct., 2001, Monday

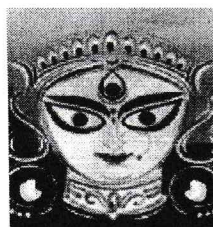
7-9pm
Bodhan
Amantran
Puja
Pushpanjali
Prosad Bitaran



SAPTAMI 6th Kartik 1408 - 23rd Oct., 2001, Tuesday

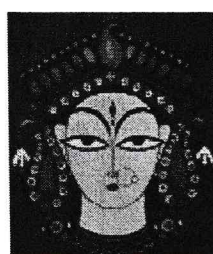
Bathing of 'Kola Bou' in the morning

<u>10am-12pm</u>	<u>7pm-10pm</u>
Puja	Sandhyarati
Arati	Pushpanjali
Pushpanjali	Chandi Program
Prosad Bitaran	Dinner



ASHTAMI 7th Kartik 1408 - 24th Oct., 2001, Wednesday

<u>10am-12:30pm</u>	<u>12:50pm-1:50pm</u>	<u>7pm-10pm</u>
Puja	Sandbi Puja	Sandhyarati
Arati		Pushpanjali
Pushpanjali		Dinner
Prosad Bitaran		



NABAMI 8th Kartik 1408 - 25th Oct., 2001, Thursday

<u>11am-1:00pm</u>	<u>2pm-3pm</u>	<u>7pm-10pm</u>
Puja	Home Jogya	Sandhyarati
Arati		Pushpanjali
Pushpanjali		Dinner
Prosad Bitaran		



DASHAMI 9th Kartik 1408 - 26th Oct., 2001, Friday

11am-5pm
Puja
Pushpanjali
Bisharjan
Prosad Bitaran
Sindur Khela

LAKSHMI PUJA SCHEDULE



14th Kartik 1408 - 31st Oct., 2001, Wednesday

6pm-10pm
Puja
Prasad Bitaran
Dinner

Please Confirm all Timing on the Temple Bulletin Board or phone the Temple at 774-9197

PUJA COMMITTEE 2001

❖ Chairperson	Chitta Ghosh
❖ Bichitra President	Sumita Biswas
❖ Priest	Sujit Chakraborty
❖ Decoration	Rubena Sinha
❖ AGOMONI Publication	Soubhik Maiti
❖ Puja Arrangement	Monjushri Roy Sikha Maiti Jaya Roy Tuntun Sarkar
❖ Puja Groceries & Supplies	Asim Roy
❖ Bhog Preparation	Bhramar Mukherjee Reena Ganguly
❖ Cultural Program Coordinator	Monjushri Roy
❖ Fund Raising	
❑ Advertisement Collection	Sumita Biswas Pradip Maiti Ashok Sarkar
❑ Collection in Temple	
❖ Treasurer	Pranab Roy
❖ Pratima Transportation	Pratul Biswas Prabal Dutta Sourabh Maiti Sailen Mondal
❖ Members	Samit Chakraborty Pradip Maiti Nandita Selvanathan Avantika Sarkar

CONTENTS

EDITORIAL		6
PRESIDENTS MESSAGE		7
CHAIRPERSONS MESSAGE		8
<i>Osha-nirashar dwando</i>	SUJIT CHAKRABARTY	9
<i>Debotatma himalayer padomule</i>	NARAYAN CHANDRA SINHA	10
<i>Jakhon bhabhi</i>	SUNU DAS	13
<i>Shishuder 'Manush' Kora*</i>	ACHYNTAKUMAR NANDI	15
BICHITRA ACTIVITIES	PHOTOGRAPHS	16-25
<i>Agamani</i>	CHANDRA SAMANTA	26
<i>Darshok</i>	CHANDRA SAMANTA	27
<i>Kathar fuljhuri</i>	CHITTA GHOSH	29
<i>Byarthota</i>	BIBHUTI MANDAL	30
<i>Charaiboti</i>	BIBHUTI MANDAL	31
LORD GANESH (ARTISTIC SKETCH)	RAJARSHI ROY	32
REFLECTIONS OF UNCERTAINTY	RANEN SINHA	33
SCHOOL DAYS IN CALCUTTA	RORY FONSECA	35
LIBRARY	SAMIR BHATTACHARYA	40
THE TURN OF CENTURY	SHIBDAS BISWAS	41
MISS YOU	SAMIR BHATTACHARYA	42

*ARTICLE WAS COLLECTED BY ARUNANGSHU HORE

EDITORIAL

It is my great pleasure to edit our annual magazine, AGOMONI and to celebrate its 22st year in publication by BICHITRA, the Bengali Association of Manitoba. AGOMONI is linked to our greatest festival, Durga Puja. The AGOMONI is the only medium with which promote our cultural understanding and to cultivate an interest in Bengali literature here in Winnipeg, Manitoba.

Bengal is a place rich in culture, tradition, art, literature and music. All these aspects are brought together in the many vibrant festivals that take place in Bengal. The greatest and most celebrated festival in Bengal is the Durga Puja, also known as the Autumn Festival.

The streets here in Winnipeg are not glittering with lights and the mood of all those around is not one of pure joy, but the spirit and happiness associated with Durga Puja is shared nonetheless at the Hindu Temple during the Durga Puja Celebration. The Durga Puja held here in Winnipeg, rekindles the spirit of delight and happiness.

In these times of terrorist attacks, biological warfare and economic gloom, the festival of Durga Puja is a glimmer of light amongst a sea of darkness and chaos. The anxiety and uncertainty of the world can be temporarily left behind with Durga Puja, bringing all its happiness and mirth. This is a time to celebrate our culture and religion, to take thanks for all that we have.

Soubhik Maiti

Publication Secretary,

BICHITRA - The Bengali Association of Manitoba





puja 2001

Sharan Subhechha



বিকিট্রা

এই শরতে
তোটে থাক অবসাদ
শান্তি আমুক সবার হী বঙ্গে
আমুক নবজীবনের খান

শারদীয়া ২০০১

From the table of the President
'Bichitra', the Bengali Association
of Manitoba, Canada

I pray almighty Mother Durga to bring peace
on Earth. The disasters all around us have
made us unhappy; we lost faith in humanity.
We pray mother jointly for peace and happiness.

With the onset of autumn in Bengal, the countdown
begins for Durga Puja to arrive, eagerly waiting
for five days of pure joy and merriment, fun and
frolic, for young and old alike. Durga Puja means
more to us than just an annual religious festival.
It is a celebration of life and our culture, of the
rebirth of our spiritual selves and last but not
the least, the season of love, to share and to care.

On this auspicious occasion of Durga Puja, I and
my family extend greetings and well wishes to
every members of the society. We are grateful to
the Hindu Society of Manitoba for extending us all
the cooperation from time to time. We wish them
happy 'Dashera'.

Sumita Biswas, President, Bichitra



PUJA COMMITTEE CHAIRPERSON'S MESSAGE

Friends,

On behalf of the Puja Committee, I welcome all of you that have come to worship Ma Durga and to participate in the celebration of Durga Puja. Out of all the Puja's we observe, this I believe, is the most dear and close to our hearts. As you know, this year marks the 22nd year of Durga Puja festivities in Winnipeg.

Despite our busy schedules and the hectic lives that many of us lead, Winnipeg remains one of the very few places in North America where we still manage to strictly follow the customary rituals and proper timings of Durga Puja as they do in India. This is a testament of our dedication. Your generous contributions, continuous support and active participation have made this all possible for the last 21 years. I am positive that we will continue to host and celebrate successful events such as this for many years to come.

I take this opportunity to thank Dr. Sujit Chakrabarty of Edmonton who has come here to conduct the 'Puja'.

Let us once again enjoy ourselves as we gather to celebrate the Victory of Truth over Evil!

Chitta Ghosh

Chitta Ghosh
Chairperson, Puja Committee



আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব

সুজিত চক্রবর্তী

একটি কাঁচের গেলাসে অর্ধেক জল-ভরা দেখে আশাবাদী রঙ্গলাল ব'ললেন, চেষ্টা ক'রলেই পূর্ণ হ'বে গেলাসের অবয়ব।

ভাগ্যবাদী দুঃখলাল ব'লে ওঠেন, হতভাগার কি কথা, আশশূন্য গেলাসটি দেখে ভবিষ্যৎ বাণী ক'রলেন - ওটি পূর্ণ হ'য়ে যাবে!

পাশে বসে ছিলেন শংকাবাদী আতংকলাল। তিনি সাবধান-বাণী শোনালেন - কাঁচের গেলাস নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না, ওটা শুধু ক্ষনভঙ্গুর নয়, হাত-পা কেটে রক্ত পাতের এক সাংঘাতিক যন্ত্র ওটি।

সাহসে প্রতিদ্বন্দী ভীমলাল বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন, বাজে বোকো না ত; জল-সমেত গেলাস তোমার মাথায় ভাঙবো।

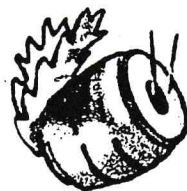
নিরবে খাতায় নোট টুকছিলেন সাংবাদিক বসিকলাল। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব'ললেন, এই গেলাসের আসল রহস্যটি তোমরা কেউ জান না; ভালো ক'রে নজর কর - গেলাসের গায়ে কতকগুলো আঙ্গুলের ছাপ; পরীক্ষা ক'রলে দেখা যাবে এক জোড়া স্লিনটনের, আর দুটি এক মহিলার। ভেতরের জলে সংরক্ষিত আছে মুখের লাল - ডি.এন.এর ছবি খোঁজা হ'বে ওই জল থেকে।

অপর পাশ থেকে বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মলাল রসের আড্ডায় হৃদপাত ঘটালেন। ব'ললেন, গেলাস-পর্ব এইখানেই ইতি কর; গেলাস নিয়ে নতুন যদি কিছু আবিষ্কার কর, আগামী হস্তায় তা নিয়ে আলোচনা হ'বে।

ঘরের কোণে ব'সে ছিলেন মনঃস্তান্ত্রিক মনসালাল, তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, সঙ্গে সদৃশ উক্তি :-

একটা সামান্য কাঁচের গেলাস- অর্ধেক জলে-ভরা -কী এক অপূর্ব যন্ত্র! যেই দেখছে, নিজের অজান্তে কাঁচের গেলাসটিকে আরশীতে রূপান্তরিত ক'রে নিচ্ছে। দেখবার দৃষ্টিভঙ্গীতে দর্শকের অন্তঃকরণ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠছে। এই যন্ত্রটিকে আমার হাসপাতালে ব্যবহার ক'রবো।

এডমন্টন, ৯/০৪/৯৮



দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদমূলে

শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সিংহ

মহাকবি কালিদাস তাঁর অমরকাব্য, কুমার-সম্ভব-এ নগাধিরাজ হিমালয় সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন :- অসত্যসুরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ । পূর্বাপর্যো তোয়নিধী বগাহ্যস্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদন্ডঃ ॥ দেবতাদের অধিষ্ঠানভূমি পর্বতরাজ হিমালয় ভূমন্ডলের উত্তর দিকে ব্যাপ্ত করে আছেন । পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রে অবগাহন ক'রে পৃথিবীর মানদন্ডের মতন বিরাজমান এই পর্বতের মতন এত বড় পর্বত আর নেই । তাই পর্বতকূলের রাজা এই হিমালয় । অনন্ত রত্নের উৎপত্তিস্থল হ'লেও তার একটা দোষ আছে । হিমালয়ের বেশীরভাগ অংশ চিরকাল তুষারাবৃত থাকে । এই বিশাল পৃথিবীর ভার ধারণ ক'রতে যে সামর্থ্যের দরকার হয় তা একমাত্র ভুধর হিমালয়েরই আছে ॥

কত দেব দেবীর আলয় হিমালয়ের পুন্যভূমির কন্দরে কন্দরে, কত মহাপুরুষ, কত মহাত্মা, কত আত্মকৃত্ত পুরুষ, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত ধ্যান করেছেন, দেবতাত্মার পাদপদ্মে ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন, তপস্যা ক'রে সিদ্ধকাম হয়েছেন । হিমালয়ের ক্রৌঞ্চভূমি হ'তে উৎপন্ন কত পুন্যতোয়া নদীর মাল্যবেষ্টিত পর্বতগাত্রে নিবিড়তম অরণ্যানী, দন্ডায়মান বৃহৎ বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান তুষারমৌলি গিরিশৃঙ্গ, ঝর্নাধারা, ফুল, লতা, পাতা, গুল্ম, পাখীর কাকলি, আপনভোলা বন্য জন্তু - সব মিলিয়ে ভুবন ভোলানো রূপ দেখবার জন্য বিশ্বের নানা প্রান্তর থেকে পর্যটকরা আসে । হিমালয় তাদের ভাবুক ক'রে তোলে, কবি ক'রে তোলে, অনেককেই অধ্যাত্ম পথের সন্ধান দেয় ।

ধ্যানের ভারত যেন মূর্তিমান রূপ পরিগ্রহ ক'রে উপস্থিত রয়েছেন এই হিমালয়ে । ইনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্তিমান প্রতীক - ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পীঠ স্থান । কত পৌরাণিক কাহিনী, কত অতীত স্মৃতি, দেবদেবীগণের লীলাকাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয় দুর্গম পার্বত্য পথ দিয়ে হিমালয়ের তীর্থস্থানগুলি পর্যটনের সময় । আর তীর্থযাত্রীর প্রাণের বিশ্বাস, ভক্তি, ও মনোবল শতগুনে বর্ধিত হয় তীর্থপথের প্রতি পদক্ষেপে ।

ভারতের মানুষ কেন, বিশ্বের মানুষের কাছে হিমালয়ের হাতছানি জীবনে একবার দেখা দেবেই । আমাদের কাছেও একদিন সেই আহ্বান এল । আমরা দলে নয় জন - গুরুজন স্থানীয় বারাসত ও টাকি নিবাসী নীলরতন সেন, প্রীতি দত্ত, মায়ী দত্ত, শূভ্রা ঘোষ, অঞ্জলি গুহ, আর পরীক্ষিৎ দত্ত, তামস চক্রবর্তী, শেফালী সিংহ এবং লেখক । হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হ'ল কাঠগোদাম এক্সপ্রেসে ৯/১০/২০০০ সালে রাত ৯-১৫ মিনিটে । ১১/১০/২০০০ এ বেলা একটার সময় আমরা দেবতাত্মার পাদমূলে কাঠগোদাম স্টেশনে উপস্থিত হ'লাম । সেখান থেকে মোটর যোগে নৈনিতাল পৌঁছাই বেলা প্রায় তিনটা । তারপর পূর্বনির্ধারিত বাসস্থান 'ইয়ুথ হস্টেলে' বিশ্রাম । পথটি নানা আকারের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, তারই গায়ে গায়ে বড় বড় গাছের সারি, ঐকে ঐকে রাস্তা, নৈনিতাল শহরে এসে সেই দৃশ্যের বিস্তার দেখলাম ।

নয়টি তাল অর্থাৎ সরোবর নিয়ে নৈনিতাল । ১২/১০/২০০০ প্রাতরাশ সেরে মোটরে আমরা প্রথম সরোবর, নৈনিতাল, দেখলাম । এর পর ভীমতাল - মহাভারতের মধ্যম পান্ডব, ভীমকে নিয়ে কিছু পৌরানিক উপাখ্যান জড়িত আছে এই সরোবরের ইতিহাসে । দুইধারে পর্বতমালায় বেষ্টনীর মধ্যে নীলাভ জল টল টল ক'রছে । কয়েকটি শ্বেতবর্ণ রাজহংস সেখানে সন্তরণ ক'রছে, মাঝে মাঝে গলা তুলে পাখার ঝাপটি মেঝে গা' হ'তে জল ঝেড়ে নিচ্ছে । সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য । পথ চলার পরবর্তি বিরাতি, পদ্মফুলে শোভিত নকুলেশ্বর তাল । সেখানে জলযোগ সেরে নিয়ে আমরা অপর তালগুলি দেখলাম, কখনও গাড়িতে বসে, কখনও জলের ধারে নেমে যখন গুপ ফোটো তোলার ইচ্ছে জাগলো । প্রতিটি সরোবরই আপন বৈশিষ্ট্য গরীয়ান, যেন নতুন দৃশ্য পরিবেশন ক'রছে । সরোবরে যাত্রীদের প্রমোদ ভ্রমণের নৌকা, পিণ্ড বোটের ব্যবস্থা রয়েছে । এখানে প্রকৃতির কি সুন্দর দৃশ্যের বিকাশ ! দেবদারু, সাল, পাইন সারি বেঁধে রাস্তার দুই ধারে, মাঝে মাঝে পুষ্প-শোভিত লতাগুল্ম, উপরে নীলাকাশ, মাঝে মাঝে সাদা মেঘ ।

নয়টি তালের সমাবেশে নৈনিতাল, না, নৈনি-মা অর্থাৎ নয়না-মায়ের স্থান ব'লে শহরের নাম হয়েছে নৈনিতাল ? নয়না দেবী দুর্গার একটি নাম । তিনি এখানে জাগ্রত দেবী, শহরের বাসিন্দারা পরম নিষ্ঠা ভ'রে দেবীর পূজা দিয়ে থাকে । আমরা বিকেল চারটের সময় তাঁকে দর্শন করি । অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠিত । চারিদিকে পাহাড়, মধ্যে নীলাভ সরোবর । জলে প্রমোদবিহারীরা পিণ্ড বোটে বিহার ক'রছেন । অসংখ্য নৌকায় যাত্রীদের চলাচল । একটি সরোবরের মাঝখানে গম্বুজাকৃতি একটি ছোট বিন্ডিং চোখে প'ড়লো, বোধ হয় মন্দির - অনেকেই বোটে যাতায়াত ক'রছে ।

নৈনি দেবীর মন্দিরে যাওয়ার পথে আমরা সংকটমোচন দেবতার মন্দির দর্শন ক'রেছি । এবং একজন সাধু মহাত্মা স্থাপিত দেবীদুর্গার মন্দিরে প্রণাম করেছি । দুর্গা মূর্তি দর্শনের সময় পাহাড়ের মাথায় একটি বেলুন উজ্জ্বল অবস্থায় দেখতে পেলাম, হয়তো কোন বিজ্ঞাপন অথবা আবহাওয়া মাপার বেলুন ! পথ থেকে পাহাড়ের গায়ে ঝাঁজে ঝাঁজে অষ্টালিকা বা হর্মরাজির দৃশ্য মনকে আকৃষ্ট করে । এককালে গোড়া মিলিটারীদের আস্তানা ছিল এই “নায়নিতাল” !

আসতে আসতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে । পূজার পর আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি । পাহাড়ে ঠান্ডা হবে আশংকা ছিল । সেটা ঘটনায় দাঁড়ালো । গরম জামা চাদর গায়ে উঠলো । নৈনি দেবীর মন্দিরের প্রাঙ্গণের বাইরে এবং সরোবরের কাছাকাছি প্রচুর দোকান-পসার রয়েছে - গরম উলের পোষাক, সোয়েটার, কম্বল, চাদর, টুপি, ব্যাগ, - কেনাব্যাচার হাট বসেছে । মন্দিরের ঘন্টা বাজে । আলোকমালায় অপূর্ব সাজ নিল মন্দিরটি । তটস্থ হর্মরাজিও আলোকমালায় সজ্জিত হ'য়ে রোমান্টিক শোভা নিল । এ যেন মর্তের অমরাবতী ।

পরদিন ১৩/১০/২০০০ আমাদের প্রথম পথযাত্রার সূচীতে ছিল কালভৈরবের মন্দির । মোটর থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উপরে উঠে পাহাড়ের চুড়ায় এই মন্দিরটিতে গিয়ে আমরা জাগ্রত ভৈরো দেবের মূর্তি দর্শন ক'রলাম । আধ্যাত্মিক ভাব ধারায় স্থানটি পরিপূরিত ।

কীর্তন ও ভজন গান নিরন্তর চলেছে। এরপর আমরা চলি মূক্তেশ্বরের পথে। মোটর এগিয়ে চলে দুই পাশের সারি সারি পর্বতমালার ছায়াতে ছায়াতে। রামগড়ের পথে তুষারচ্ছিত শৃঙ্গগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূক্তেশ্বরে সেগুলি আরোও স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। প্রথমে আমরা থেমেছিলাম উত্তর প্রদেশ সরকারের নৈনিতাল লোক নিমাণ বিভাগের "হিমালয় ভবনে"। সেখানে অবসারভেষণ ডেক-এ দাঁড়িয়ে পাহাড়ের প্রান্তসীমায় তুষারচ্ছাদিত পর্বতশৃঙ্গগুলি খালি চোখে অথবা দূরবীণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমরা পংক্তিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একে একে চোখে পড়লো [১] নন্দাঘুটি, উচ্চতা ২০,৭০০ ফুট, [২] ত্রিশূল, ২২,৩৬০ ফুট, [৩] পূর্ব ত্রিশূল, ২৩,১২০ ফুট, [৪] নন্দাদেবী, ২৫,৬৪৫ ফুট, [৫] পূর্ব নন্দাদেবী, ২৪,১৯১ ফুট, [৬] নন্দাদেবী-(২), ২২,৫১০ ফুট, এবং [৭] পর্বতচুলী, ২২,৬০০ ফুট। শৃঙ্গগুলির দর্শন যেন আমাদের সমস্ত মন ও প্রাণে দেবতাত্মা হিমালয়ের ক'পাদৃষ্টির হোঁয়া দিয়ে গেল। মনে মনে কবির ভাষায় আবৃত্তি ক'রে চললাম - সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে মূক্তেশ্বর দেবতার পদপ্রান্তে উপনীত হ'বার কষ্ট সহজ সাধ্য হ'ল এরপর।

এবার শহরে প্রত্যাবর্তণ। আমার স্ত্রী শেফালী দেবী এবং আরও দু-একজন নীচে থেকে নৈনিতালের চিঁড়িয়াখানার সাইবেরিয়ান টাইগার দেখতে পেয়েছিলেন। চিঁড়িয়াখানা পাহাড়ের উপরে, হেঁটে ওঠা বেশ কষ্টসাধ্য। তবুও আমাদের কয়েকজন সতীর্থ সেটি দেখে এলেন মূক্তেশ্বর থেকে ফিরে এসে। সন্ধ্যায় নৈনিমায়ের পদপ্রান্তে বিশ্রাম নিতে বসেছি। আরতির ঘন্টা বেজে চলেছে। নিয়ন-লাইটের আলো সরোবরে প্রতিফলিত হ'য়ে অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। যেন দীপাবলীর আলোকমালায় সমস্ত শহরটি সেজে উঠেছে। বর্ণনাভীত দৃশ্য মনের পটে আঁকা রইল।

১৪/১০/২০০০ আমাদের রথ চ'ললো রাণীক্ষেতের উদ্দেশে।

অভিনন্দন
Puja Greetings from
Sikha, Pradip, Soubhik and
Sourabh Maiti

যখন ডাবি

সুখ দাশ

তুমি কে? আমাকে নিরন্তর ডাবা করছ?

আমি? তোমার নিত্যসঙ্গী। তোমার স্বপ্ন-স্বা-সীম-সৌন্দর্যের সেরা।
তোমার ইহকালের অমৃত বাসনা। তোমার বিরহী দোস্ত।

তোমাকে আমার আর সযোদ্ধা মেরি। তোমাকে আমি চাই না।

তুমি করছ। আমি তোমার স্বপ্নের অঙ্গি। একবার তেরে দেখ তোমার
অন্তর। সেই-দিনজন্ম যখন সাক্ষ্যের চক্ষুসত্য স্বপ্ন-আলোর-স্বাক্ষরিত
তোমার শরীর-স্বপ্ন দোলায়িত হোক, নানা-রঙে বসন্ত হ'লে উঠে ওঠে পৃথিবী
দিশান্ত-বিশ্রুত-বাসকীন্ম তোমার স্বপ্নের আকাশটা এসে দিত। আমি সেই স্বপ্ন।

তুমি দুঃস্বপ্ন। বার বার আমাকে অনুস্ম-করছ, বাস্তবের অত
বিশ্রুত কখনও দেখে দাও নি। অথবা দুর্ভাগ্যে অমৃত-বস্তুর সৌন্দর্য
আমার অপরিচিত স্বপ্নকে নিয়ে তুমি ছেলেখেলা করছ। তোমাকে আমি
বিশ্রুত কল্পছিলাম। তোমার ওপর আমার রক্ত ভরসা ছিলাম আর সে স্বপ্নেই
আমার তুমি স্বপ্নের রক্ত সোপান কথা তোমাকে বলেছিলাম। তুমি সব
ওয়ে দেখ। আমাকে যা-কিছু-দেবার অঙ্গীকার করেছিলে তার কতটা
দিবেছ? আমি কি-পেয়েছি? তোমাকে আমি চিরে পারি নি। চোখে
বসন্ত-চক্ষু ছিলাম তার তোমার চোখের স্বপ্ন পারি নি। তোমাকে অত
স্বপ্নে স্মরণ দিয়ে কি তুমি না করেছ।

আবার-তুমি করছ। তুমি আমাকে স্বপ্ন-দেবার-কে? আমিই-তুমি, তোমার
অমৃত-স্বপ্ন। আমি না থাকলে তুমি কি করে? একদোহে বৈদ্যুতীন-
সীম-স্বপ্নে অবিচলিত দেবালোকে-স্বপ্ন। স্বপ্নকে আশ্রয় করে পার
একবার ফিরে যাও-তোমার খেঁচের সেই-সব স্বপ্নালী সন্ধ্যা বা খেঁচ
দিনজন্মে। এবার-হয়, তুমি চাও নি? তোমার শরীর-স্বপ্ন-উদ্ভাসিত
দিশেশ্বর তোমার অমৃত-স্বপ্নকে আঁধার ডাবিয়ে রাখতাম অমৃতাদিত
স্বপ্নসত্য। তোমার স্বপ্নালী দুষ্টির দেখা-পায়ে আমিই হো আমে
দুঃস্বপ্ন, তা-না হলে তুমি কি করে দেখে সেই-সব স্বপ্ন?

হ্যাঁ, তুমি সুন্দর দেখিয়েছিলে, তার কথা জাতি-হয়ছে? তুমি স্বাভিমান- এক প্রচুরক। আহবোর স্বসীচিকা। মিথ্যের পন্থা আহবোর অহেতুক লোভ দেখিয়েছে। আমাকে বিপথগামী করেছে। অহেতুক প্রসেদে, অহেতুক-হয় নি। চেষ্টা করেছে, আর্থিক হয় নি। কিন্তু? আর তোমার কারসাদি। মিথ্যে প্রসেদে দেখিয়ে আমাকে অপদগত করেছে। তোমার আকাশ-কুসুম প্রতিশ্রুতি আমি বার-বার ছুড়ে-জিয়েছি তার-পেছনে যা আমার প্রাণ নথ। আমি যার যোগ্য নই, যা আমার চাওয়া ইচ্ছা হয় নি, তোমার ইঙ্গারায় আমি তার-চেয়েছি আর পাই নি। আমার স্বকীয়তা, আমার প্রকৃতি অব-কিছু তুমি ওলট-পালট করে দিয়েছে।

আবার তুমি। আমিই তোমার - প্রকৃতি। অগোঁড় বলেছি যে আমাকে ছাড়া তোমার-অন্য কোন-মতি নেই। তোমার কর্ম-রীতি, তোমার ধর্ম-অঙ্গার, তোমার আত্মাত্মিক পরিচিতি আর-আমার প্রভাব প্রভাবিত। আমিই তোমার উচ্চাভিমান। আমিই তোমার ক্ষী-অমিচ্ছা। আমিই তোমার অহেতুক-চরিতা। তুমি যা ছিলে আর আর যা হ'ল সেগুলো তা-অবশ্য আমায় কমান্দে, তোমার-কৃতিত্ব নয়।

তুমি আমার বিজ্ঞান। আমার আর কোন-অভীপ্সা নেই। আমার পথ-চল পায় শেষ, চাওয়া-পাওয়াও পায় শেষ। এবার তুমি আমাকে ছাড়

কি-কহে তোমাকে ছাড়ি-হয়? আমি যে তোমার কাণ্ডার-ছাড়া। তোমার অভিযোগ, অভিমান-অবশ্য-চিহ্ন। কিন্তু-কি ভ্রাম? আমি তোমাকে স্বপ্ন-দেখাতে পারি, দুঃস্বপ্নের আশী-হ'য়ে তোমার মন আমার অঙ্কার করত পারি। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ দূর-করত পারি না। অর-স্বপ্নও অহেতুক করত পারি না। তাই তো তোমার মুখে আমি সুখী-আর তোমার-দুঃখে আমি বিরহী। মনে রেখ, চাওয়া-পাওয়া কখনও শেষ হয় না। তাই-যতদিন তুমি-আছ, আমিও আছি।



শিশুদের ‘মানুষ’ করা

ডাঃ অচিন্ত্যকুমার নন্দী

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অভিভাবকদের অনাবশ্যক খবরদারির ও তাদের স্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অভিযোগ একটু সমস্যা। আজ বিশ্বায়নের দ্বারে এসে তার ডেউ ও আঁচ আমাদের দেশেও বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। যেহেতু আজকের তরুণের উত্তরণ গতকালের শিশু থেকেই, তাই সমস্যাটার শুরু শৈশব থেকেই।

একটা শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠন নির্ভর করে : ১) পিতামাতা বাহিত ‘জিন’ ও ২) বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা (এনভায়রনমেন্টের) যোগ বিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর যেটা সর্বদা ছক বাঁধা রাস্তায় চলে না। যেমন, ভ্রূণ অবস্থার প্রথম তিন মাস বা বারো সপ্তাহের মধ্যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের (অর্গান) অঙ্গুর উদ্‌গমের প্রক্রিয়াটা শেষ হয়ে যায়, তেমনি জন্মের পরবর্তী প্রথম তিন বছরের মধ্যে মস্তিষ্কের অসাধারণ সক্রিয়তার ফলে ভবিষ্যৎ মানসিকতার অঙ্গুর তৈরি হয়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই পরবর্তী গঠন প্রক্রিয়ার ছকটা এইভাবেই তৈরি হয়ে যায়। অবশ্যই পরবর্তীকালে যে কোনও দুর্ঘটনার ফলে সেই ছক ওলটপালট হয়ে যেতে পারে।

মূল বক্তব্য যাওয়ার আগে একটা ঘটনার উল্লেখ করি। গত শতকের প্রায় মাঝামাঝি আমেরিকার বিখ্যাত শিশু বিশারদ ডাঃ বেঞ্জামিন স্পেকের একটা বই আমেরিকা তথা সারা পাশ্চাত্যের গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের বাবা মায়ের কাছে ছিল প্রায় অবশ্যপাঠ্য। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল শিশুদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নিজের মতো তৈরি হওয়ার। কথায় কথায় বাবা মার হাজার বিধি নিষেধ আরোপ করা ঠিক নয়। ডাঃ স্পেকের মতামত বেদবাক্যের মতো মানা হতো। পরবর্তীকালে রাগী ও স্বেচ্ছাচারী তরুণ

প্রজন্মের হালচাল দেখে স্পেক নিজের মতামত খানিকটা পালটালেন। শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই দিতে হবে, কিন্তু সেটা পুরোপুরি অবাধ হওয়া ঠিক নয়। বাপ মার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। আর সেই অবস্থানটা ঠিক কি বা কতটা, সেই নিয়ে চলেছে যত তর্ক বিতর্ক—বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে।

আজকে ঘরের দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি?

১) একাক্ষবর্তী পরিবার ভেঙে অণু পরিবার হচ্ছে। ২) সমাজের ওপর ও মধ্যস্তর শিশুর সংখ্যা পরিবার পিছু এক বা দু’য়ে দাঁড়াচ্ছে। ৩) অধিকাংশ শিশু খোলামেলা জায়গার অভাবে ছোট ফ্ল্যাটের সংকীর্ণ পরিবেশে বাস করছে। ৪) অনেক ক্ষেত্রে বাবা—মা উভয়েই কাজ করার ফলে তাদের সঙ্গ কম পাচ্ছে আবার মা কাজ না করলে ছেলেকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত। ৫) পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপ—অবসর বিনোদনের জন্য আছে, টিভি, টিনটিন আর কম্পিউটারের গেমস, সব মিলিয়ে একটা বিরাট সামঞ্জস্যবিহীন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বাপ মাও দিশেহারাকোথাও সন্তান অতিরিক্ত স্বাধীনতা পাচ্ছে আবার কোথাও বাপ মার উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বীকার হয়ে নিজের সত্তা হারাচ্ছে।

ইতিমধ্যে শিশুরা কিন্তু এক রাউণ্ড জয়লাভ করে ফেলেছে। রাষ্ট্রসংঘের “শিশুর অধিকার” সংক্রান্ত সনদ গৃহীত হয়েছে ইতিমধ্যেই।

সনদে বলা হয়েছে— ১) প্রতিটি শিশুর বাপমার থেকে প্রীতি ভালোবাসা ও বোঝাপড়া (আন্ডারস্ট্যান্ডিং) অধিকার আছে। ২) যেহেতু শিশু পিতামাতার ওপর নির্ভরশীল, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুর মধ্যে একাত্ম নিরাপত্তাবোধ সঞ্চারিত করা। তারা যেন বাবা মার ওপর ভরসা রাখতে পারে। বাপমাও যেন তাদের আলাদা ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন। ৩)

বাপ মা শিশুকে অবশ্যই তাদের সমাজস্বীকৃত স্বাধীনতাকে দেবেন। শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পছন্দ করলেও, সমাজ ও কৃষ্টির বাইরে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়, শিশুকে মানুষ করার মধ্যে যেন একটা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা থাকে। ৪) শিশুর আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান বর্ধনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে— সেটা বাবা মার কর্তব্য। ৫) শিশুর খেলাধুলা, আনন্দ ও অবকাশের যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ৬) শিশু যেন ক্রমশঃ নিজের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে সেটা দেখতে হবে এবং ৭) শিশুর কাছে যেহেতু বাপ-মা সবচেয়ে আপনজন ও অনুকরণীয়, তাদের সঙ্গে যথোপযুক্ত খোলামেলা ও মানসিক মেলবন্ধন সৃষ্টি করার দায়িত্ব বাবা-মায়ের।

দেখা গেছে, এদেশে এই দায়িত্ব পালনে কেবলের মায়েরা পথপ্রদর্শক ও বিশ্বের নজর কেড়েছেন।

বাঙালী মায়েরদের অবস্থান কোথায়?

যাদের সঙ্গতি আছে— গর্ভবতী হলে গাইনোর চেম্বার আর নার্সিং হোম বুকিং। প্রসবের পরও বাচ্চার শিশু চিকিৎসকের কেয়ারে। তার চেক আপ খাবার চার্ট, আর টিভির বেবি কেয়ারের অমৃতবাণী এতেইতো মধ্যবিত্ত মায়েরদের সময় কেটে যায়— বাকি ৮০-৯০ শতাংশ মা—শিশুর কথা বাদই দিলাম। মা-শিশুর মধ্যে বোঝাবুঝির (ইন্টার একসান) সময় বা মানসিকতা কোথায়। মায়েরদের সমস্যা আলোচনার সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় যদি মায়েরা তাতে অংশ নেন ও নিজেদের সমস্যা তুলে ধরেন। নয়ত টিভি, রেডিওর ঐ ধরনের অনুষ্ঠানগুলো একঘেয়ে ও কেতাবী হয়ে দাঁড়ায়। মায়েরা এগিয়ে আসুন, নিজেদের ফোরাম তৈরী করুন।



BICHITRA - The Bengali Association of Manitoba Activities - 2000-2001

Our executive committee members for the year 2001-02:

President

Mrs. Sumita Biswas (257-7952)

Vice-President

Mr. Pratul K. Biswas (254-6779)

General Secretary

Mr. Neil Ghosh (261-3557)

Treasurer

Mr. Pranab K. Roy (257-6001)

Cultural Secretary

Mrs. Monjushri Roy (257-6001)

Publication Secretary

Mr. Soubhik Maiti (275-0350)

Executive Committee Members

Mr. Asim Roy (453-0580)

Dr. Nalinakha Bhattacharyya

Past President

Dr. Pradip K. Maiti (275-0350)





Durga Puja Celebration





Durga Puja Celebration



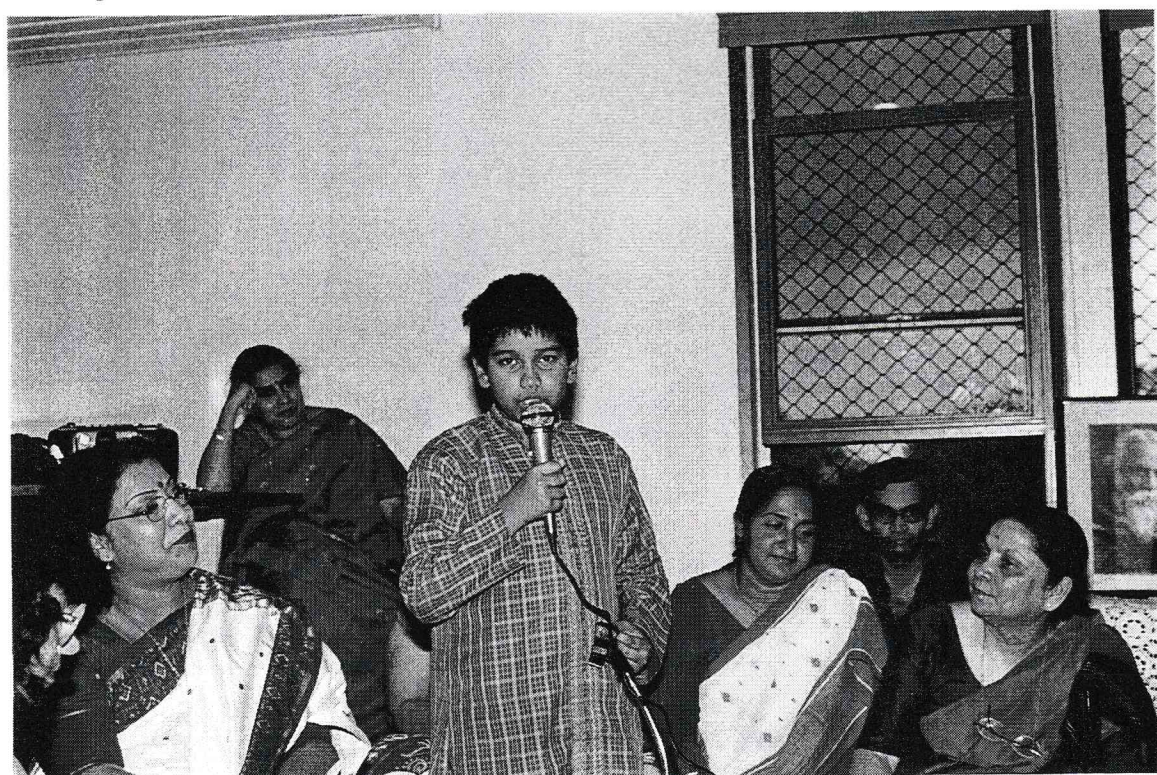


Birthday Celebration of two great poets - Rabindra Nath Tagore and Nazrul Islam



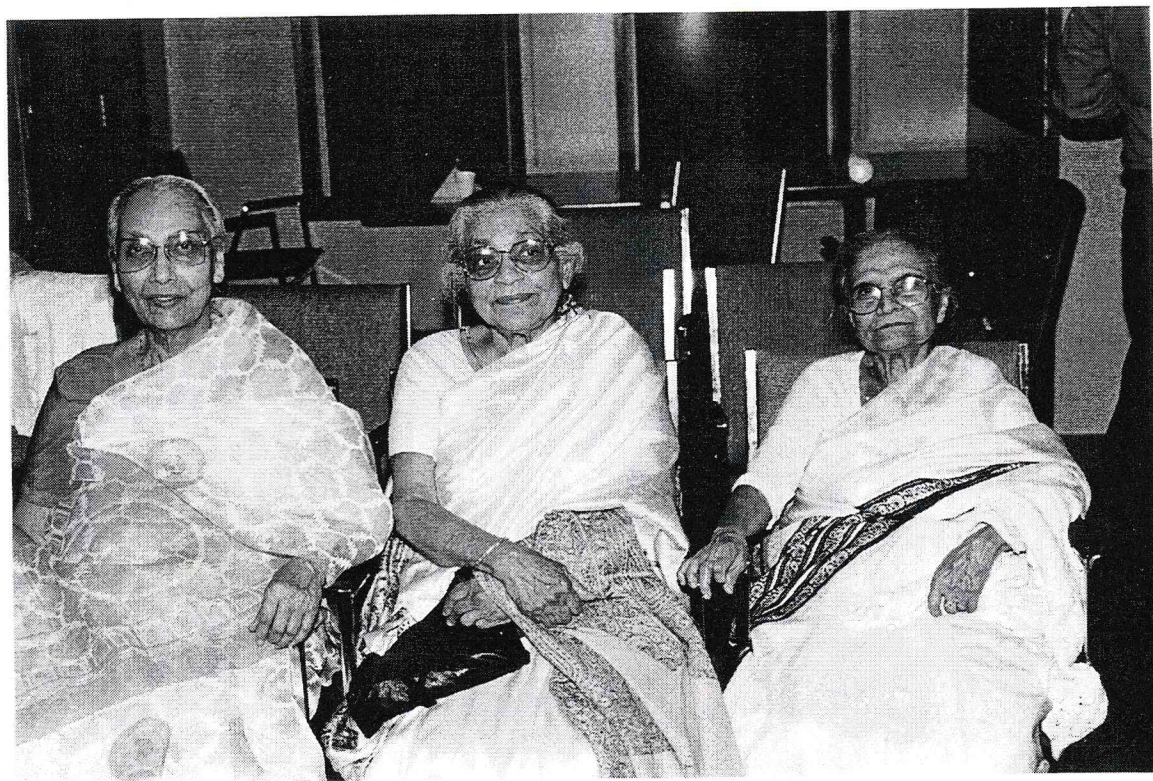


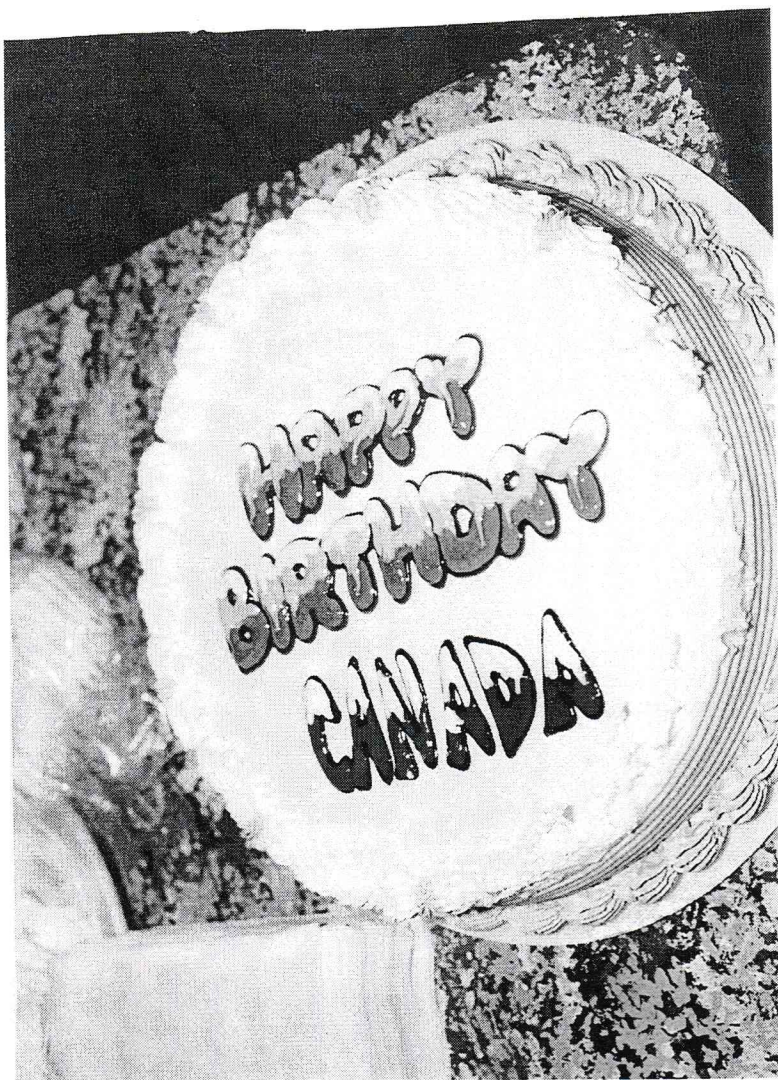
Birthday Celebration of two great poems - Rabindra Nath Tagore and Nazrul Islam



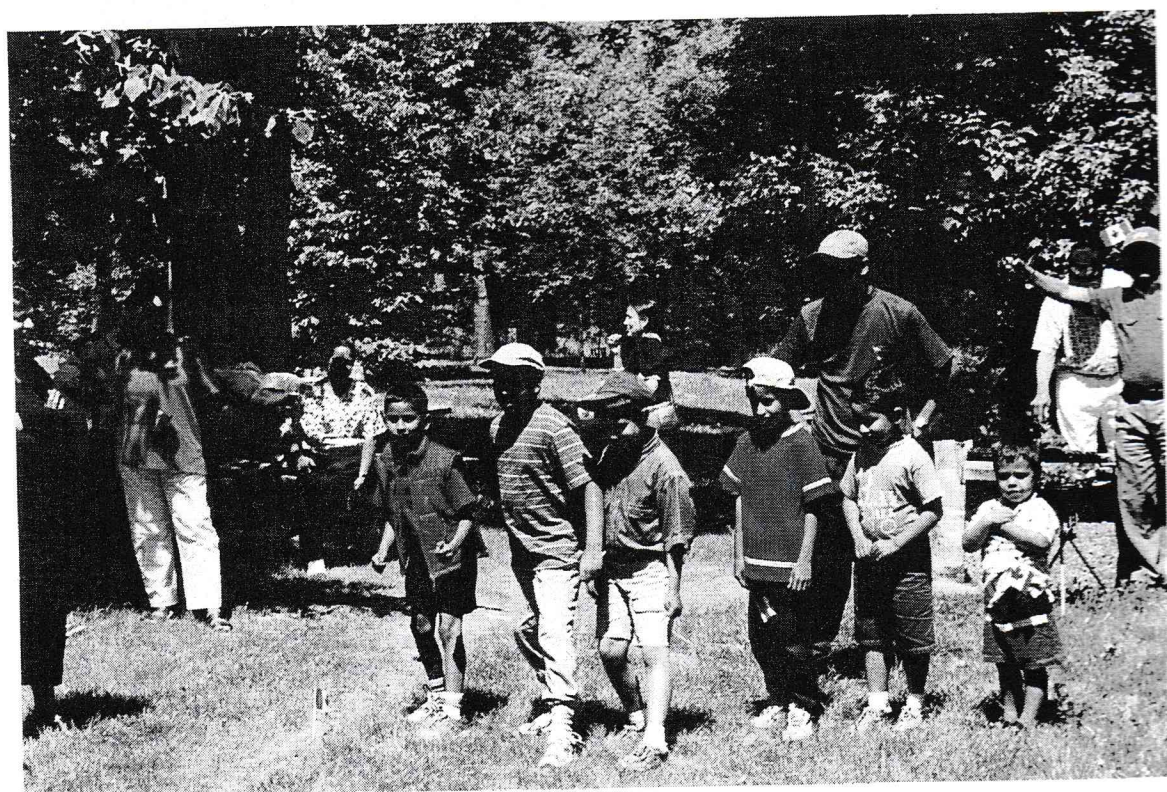


*Birthday Celebration of two great poets - Rabindra Nath
Tagore and Nazrul Islam*





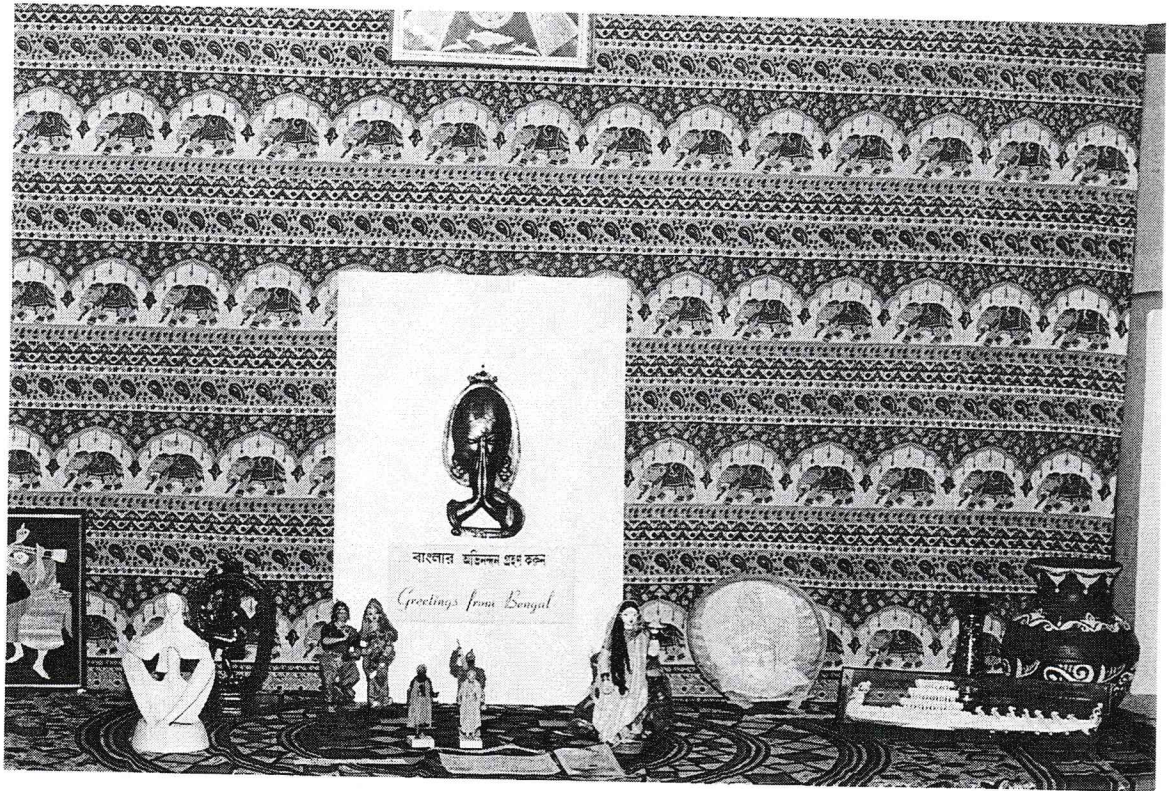
Canada Day Celebration



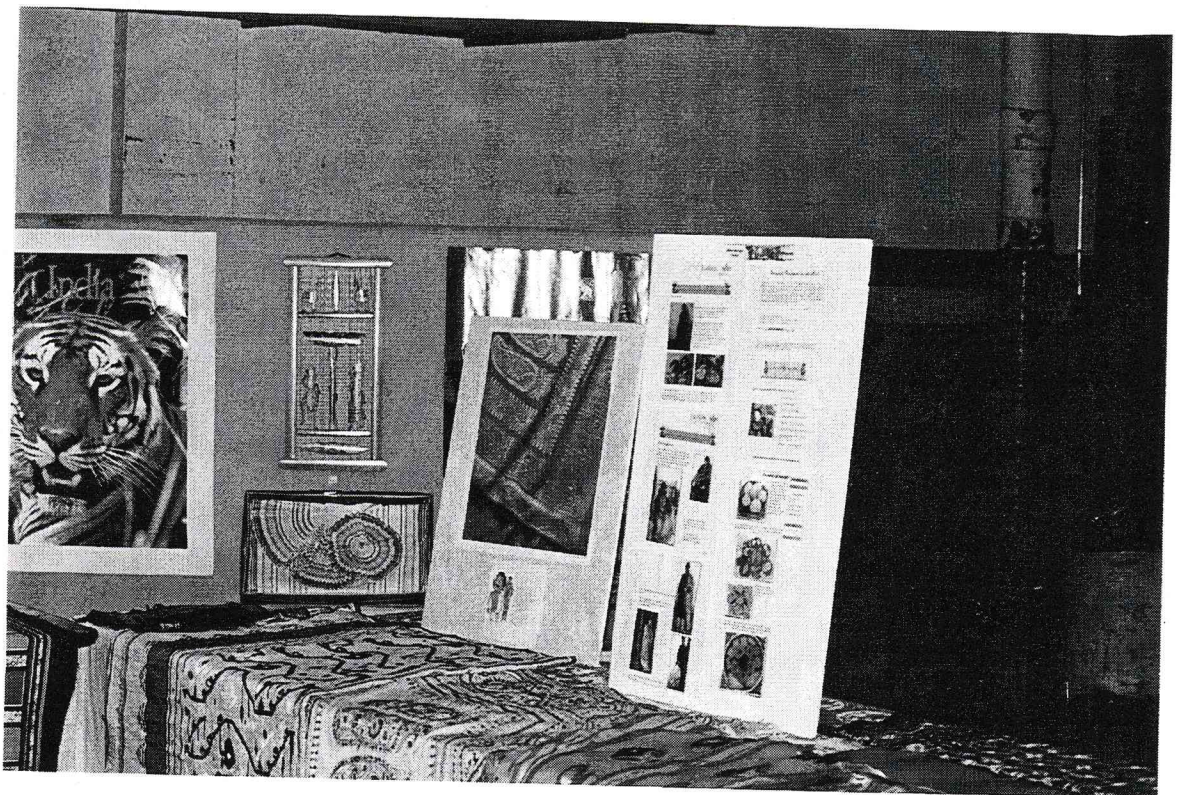


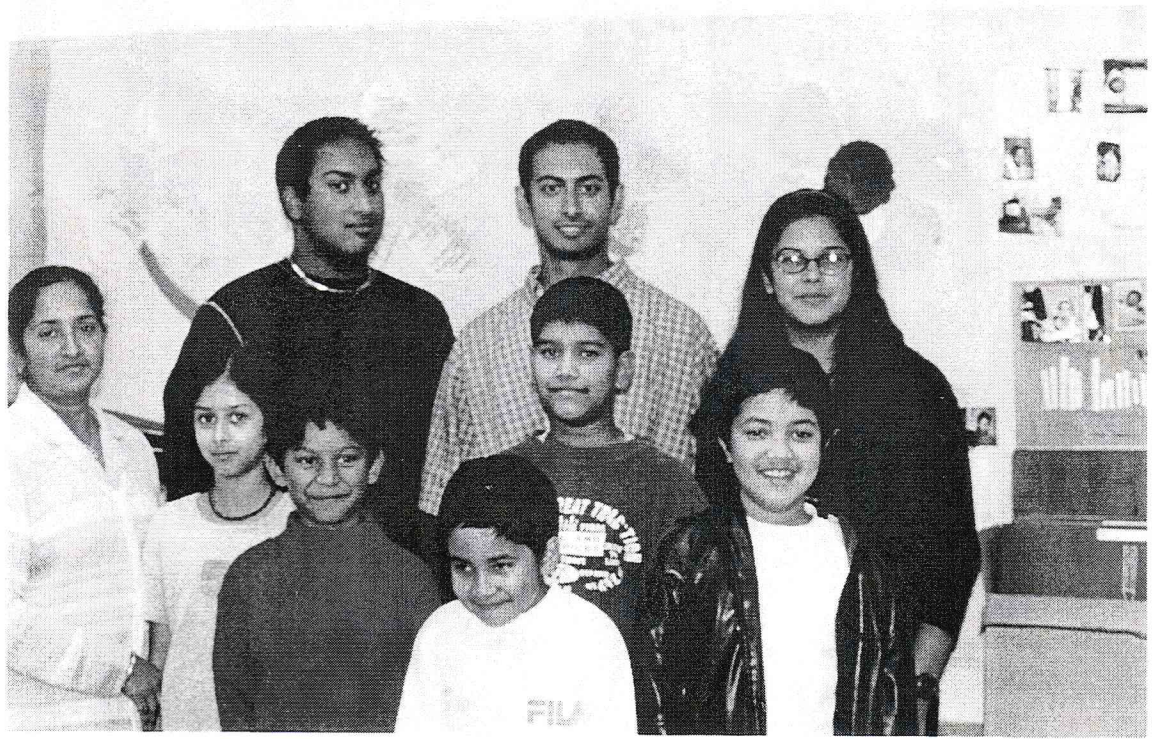
Canada Day Celebration



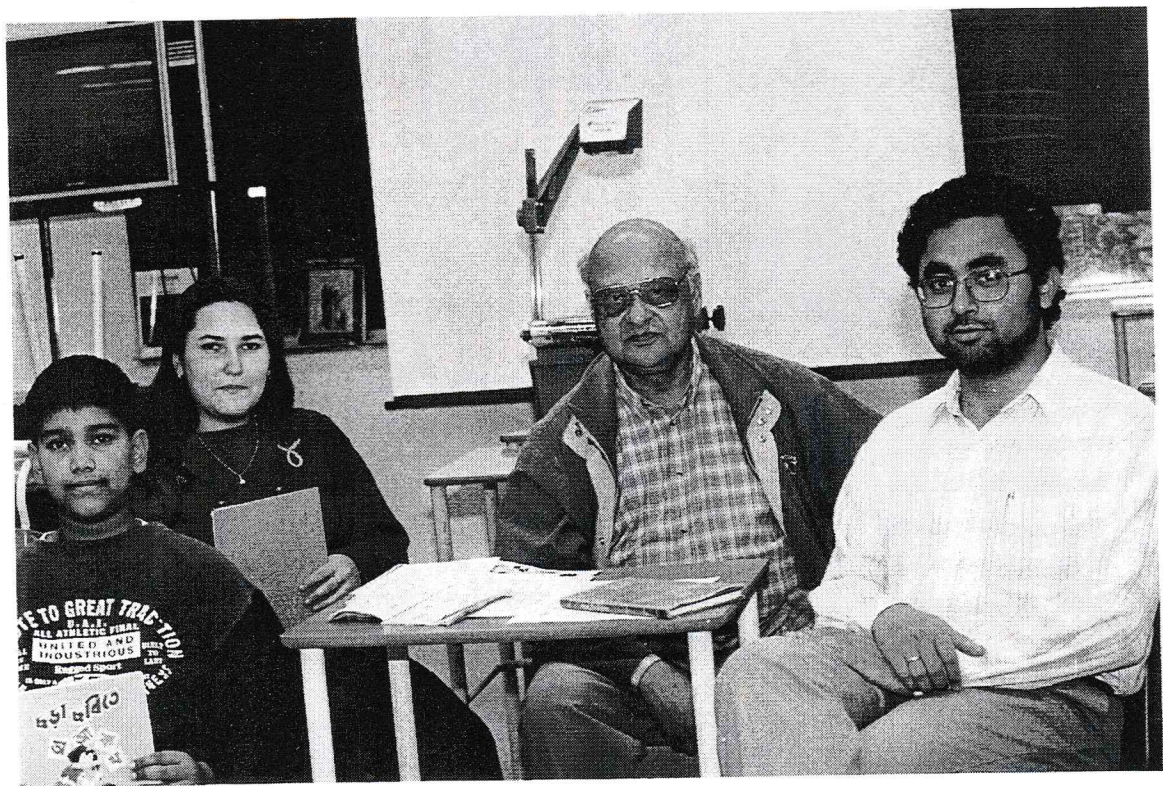


Participation in Folklorama





Students and teachers - Bengali School



ଆମାନ୍ତରୀ

କବିତା

ତାହା ମିଶ୍ରରେ ଆଜି
ସୁଖୀ ହେ' ମିଳିବି ସାଙ୍ଗେ
“ହା ଆମାନ୍ତରୀ ଆଜି”

ଆଜିର ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ,
ସହଜ ସଂସାର ସୁଖେ ସୁଖେ,
କେତେ କେତେ ସଫଳତା
କେତେ କେତେ ଆମାନ୍ତରୀ
“ହା ଆମାନ୍ତରୀ ଆଜି”

ମିଶ୍ରରେ ସୁଖ ଆମାନ୍ତରୀ ହେ,
କାହା ସଂସାର ଚକ୍ର ଲେଖି,
ସୁଖେ ସଂସାର ବିନିବିଧି
ସଂସାର - କେତେ ସଂସାରେ ଓହ୍ଲି,
“ଆଜିର ତୋ ଆଜି,
ଓହ୍ଲି, ହା ଆମାନ୍ତରୀ ଆଜି”

ତାହା ତୋ ମୁଖି ବସି ସାଜି
ସୁଖ ଆଗରେ ଦିଅ,
ଆଜିର ସୁଖ, ଆଜିର ସୁଖ,
ନିଶି ଚଳିତଳ
(କେତେ) ଆଜିର ଚଳିତଳ ସାଜିଲି ।



ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ପ୍ରଥମ ପାଠ୍ୟ

ହେ ବନ୍ଧୁ ମାତା ।
 ହେଉ ଏକାକୀ ହୃଦୟର ବିକଳ
 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ,
 ଏକାକୀ ଆଶାରେ
 ହେ ବନ୍ଧୁ ମାତା ।

ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ, ଶୋଭା ଆଉ ଦେଖ,
 (୩୨) ଉପନୀତର ଗଳ୍ପ, ପାଠ୍ୟ ପଢ଼ିବା କାଳେ,
 କିଛି କହେ କେ ? କିଛି କହେ କେ ?
 କିଛି କି ବନ୍ଧୁ ? — କି କହେ !
 ଶୋଭା ଆଉ ଦେଖ,
 ଶୁଭ ବନ୍ଧୁ ମାତା,
 ହୃଦୟର ବିକଳ,
 ଏକାକୀ ଆଶାରେ,

ନିଜ ଚଳେ ଯାଏ ବନ୍ଧୁର ମନ,
 ବନ୍ଧୁ ଲାଗିଲେ ନିଜ (ଆଶା) ଆଶାରେ ନିଜେ,
 କିଛି କହେ, କିଛି କହେ,
 କିଛି କହେ, କିଛି କହେ,
 ଚଳେ ନିଜେ, ଯାଏ କିନ୍ତୁ,
 ହୃଦୟର ବିକଳ,

କିଛି ବନ୍ଧୁ, କିଛି ବନ୍ଧୁ,
 କିଛି ବନ୍ଧୁ, କିଛି ବନ୍ଧୁ (ଆଶା)
 ଆଶା ଉପନୀତର ଗଳ୍ପ
 କିଛି-କିଛି-ଆଶା ଆଶାରେ ଆଶାରେ ...
 କିଛି ହୃଦୟର ବିକଳ,
 ଆଶାରେ ଶୁଭାଶିଷ୍ଟ, ବିକଳାଶିଷ୍ଟ ବିକଳାଶିଷ୍ଟ,
 ଆଶା-ବିକଳ-ଆଶାରେ ଆଶାରେ
 କିଛି କିନ୍ତୁ ଆଶାରେ
 ହୃଦୟ, ଏକାକୀ ॥

ଥୁମେ ଥୁମେ ଚଳେ ସନ୍ତର ହିରଣ୍ୟ,
 ମିଶେ, ହୁଏେ ସମେ ଘେନେ,
 ଶୂନ୍ୟ ଉପକ୍ଷେପ ଗଳ୍ପହୀନ ଗୋଷ୍ଠେ,
 ଶୂନ୍ୟ ଉପକ୍ଷେପ
 ହିରଣ୍ୟର ମାତ୍ର ।

ଉପକ୍ଷେପ ସମ, ଘେନିବ,
 ଉପକ୍ଷେପ ଘେନିବ ହିରଣ୍ୟର ଶୂନ୍ୟ,
 ଉପକ୍ଷେପ, — "ମେ ଉପକ୍ଷେପ ଉପକ୍ଷେପ ?
 ମେ ଉପକ୍ଷେପ ଉପକ୍ଷେପ ?
 ଉପକ୍ଷେପ ଉପକ୍ଷେପ - ଉପକ୍ଷେପ ନାହିଁ..."

ମେ ସମେ ସମେ,
 ଉପକ୍ଷେପ ଘେନିବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ,
 ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ,
 ଉପକ୍ଷେପ ଉପକ୍ଷେପ,
 ଘେନିବେ ଉପକ୍ଷେପ ଘେନିବେ, ହିରଣ୍ୟର ମାତ୍ର ।

* * *

ଉପକ୍ଷେପ ଉପକ୍ଷେପ, ଉପକ୍ଷେପ ଘେନିବେ
 ମେ ଉପକ୍ଷେପ ଉପକ୍ଷେପ, ଉପକ୍ଷେପ ଘେନିବେ, —
 ଉପକ୍ଷେପ ଉପକ୍ଷେପ;
 ଉପକ୍ଷେପ ଘେନିବେ ସମେ ଉପକ୍ଷେପ;
 (ଉପକ୍ଷେପ) ଉପକ୍ଷେପ ଘେନିବେ,
 ଉପକ୍ଷେପ ଉପକ୍ଷେପ ଉପକ୍ଷେପ,
 ଉପକ୍ଷେପ ଉପକ୍ଷେପ (ଉପକ୍ଷେପ) ଘେନିବେ ଉପକ୍ଷେପ



কথার ফুলঝুরি

লিখতে বসার আগে ভেবেছিলাম বড় সোজা,
কলম ধরে বসে আছি চোখটা আধেক বোঁজা।
বসে আছি ভাবছি এবার কলম বুঝি ছুটবে,
এমন দারুন লিখে দেব অবুঝেও বুঝবে।
ছুটছে না ত কলম তবে মগজটা কি ফাঁকা,
লেখা ছেড়ে এবার কি তবে শুরু করব আঁকা।
না না তা কি করে হয় লিখতে আমাকে হবেই,
খারাপ যদি হয় ত লোকে গালাগালি দেবেই।
এমন ভাষা আছে কোথায় কথার কি বাহার,
কিছু কিছু তেমন কথা লিখে দিলাম এবার -

দরদর দুরদুর ঘরঘর ঘুরঘুর
পরপর পারাপার বরবর বুরবুর
গমগম গুমগুম বামবাম বুমবুম
টনটন টানটান রমরম দুমদুম
ভুরভুর ফুরফুর ছলছল টলটল
সুড়সুড় গুড়গুড় কলকল গলগল
শনশন বনবন সপসপ ফোলাফোলা
রনরন বনবন ছপছপ তোলাতোলা
গাদাগাদা ঠাসাঠাসা ছপছপ ছুপছুপ
সাদাসাদা কাদাকাদা টপটপ টুপটুপ
ওরে বাবা কি বিপদ শেষ আর হয় না লেখা,
কপালে জমতে শুরু ছোট ছোট ঘামের রেখা।

চিত্ত ঘোষ

অভিনন্দন

Puja Greetings from

Archana, Chitta, Sudeshna,

Rita and Neil Ghosh

ব্যর্থতা

বিভূতি মন্ডল

ছাড়ি পুত্র ছাড়ি পত্নী ছাড়ি রাজ্যধাম
মানুষের কল্যাণেরে করি মনস্কাম,
কতনা তপস্যা করি করিয়া সাধন,
কত বনে উপবনে করিয়া যাপন,
ঘুরিয়া কতনা গিরি কতনা নগর
পেয়ে ছিলে তুমি সত্য পথের খবর।
ঘুচাতে দুঃখ জরা ঘুচাতে আঁধার —
প্রেমের বাণীতে তুমি দিলে উপহার
বিশ্বজনে। হে মহান তব করুনায় —
হেরিল ধরনী নব আশার উষায়।
প্রানে প্রানে শিহরিল তব আহ্বান
ভাষাহীন পেল ভাষা গীতহীন গান।
গেয়েছ শান্তির গাথা বারতা ত্রানের
বোঝনি বেদনা পত্নী পুত্রের প্রাণের।
হে মহান বুদ্ধ তুমি প্রেম তীর্থ গামী
কেন তবু ব্যর্থ পিতা কেন ব্যর্থ স্বামী!



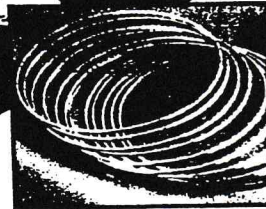
NEW DELHI
Jewellers

Gold • Diamonds • Gemstones • Platinum
Specializing in 22 Karat Gold Jewellery
Repair & Redesign

Custom Design &
Redesign Available
in Any Karat
of Gold

705 Sargent Avenue
772-4055

**Lowest
Prices
Found in
Winnipeg**



**"Custom
Made"
Bangles**

SAVE
with
BEST PRICES

চরৈবেতি

বিভূতি মন্ডল

সৃষ্টির আদিম প্রভুযে

তবু তুমি সত্য ছিলে

ধ্রুব তারা, শুক তারা সম

জীবনের অনন্ত গগনে।

নীল, সিঞ্চু ইয়াংসির স্রোতে

ধূসর মরুর দেশে

বেরিং প্রণালী হয়ে

দক্ষিণে পেরুতে, রকিতে

অশ্ব খুড়ে সাম গানে,

রক্তে ঘামে আশাতে হতাশে।

আর আলো, আর সত্য

আর দূরে গ্রহে গ্রহান্তরে

নতুনের শৃংগে হবে

জয়ের পতাকা উড্ডীন।

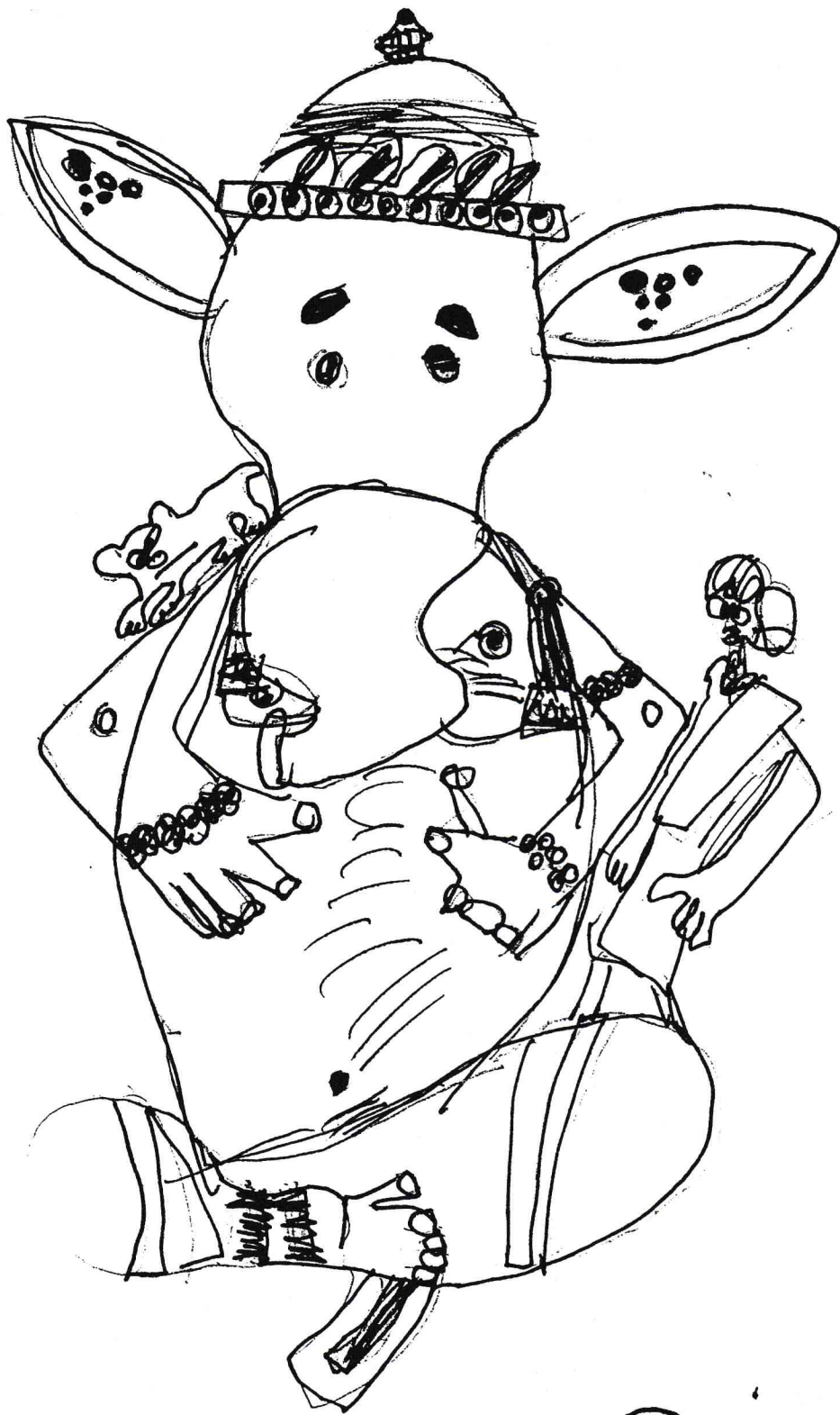
শেষ নেই কেহ শেষ নয়

অনন্ত যাত্রা এ যে মুক্ত বাধা হীন

সূর্যের স্বপ্নমাখা জীবনের এ নির্বর ধারা।

অভিনন্দন

*Puja Greetings from
Sumita and Shibdas Biswas*



Rajashri

REFLECTIONS ON UNCERTAINTY

Ranen Sinha

When you live a contemplative life you reflect a lot, mainly about some of the core issues of life. I have been doing that now for several years. Let me share some of the recent thoughts with you.

For all of us, living requires dealing with two possibilities – uncertainty and certainty. Most of us are comfortable with prolonged periods of certainty even though it gives a false sense of security. Far too often uncertainty engulfs our lives. Of course, it would be nice if we could always be like a baby being nursed by mother with nothing to worry about in the world. But that is not the way things are. We grow up to be adults and worry about these things. Facing uncertainty brings about anxiety and stress which lead to ongoing discomfort or unhappiness. Some of the major uncertainties of life are sickness, accidents, the death of loved ones, earthquakes, terrorist attacks and so on. These episodes adversely affect us all, sooner or later, for short or long periods. Uncertainty is usually brought about by changing events that we cannot foresee and over which we have no control. But we forget that all future events, pleasant or unpleasant, happen regardless of how we feel about them.

Life's main challenge is learning how to cope with such unavoidable changes. Normally, human beings take one or two of several approaches for coping: a) control future events, b) adapt and harmonize with changing events, c) control events whenever you can and adapt if you cannot (it is often too late!), d) surrender to your Inner Spirit (God) and live in harmony with other people, environment, earth and cosmos of which we are an integral part; use scientific knowhow when available while acknowledging the limitations of

science. I prefer the last approach. In the last approach we can prepare ourselves for change and to face these changes with as much calmness as possible through rearranging our thinking patterns. One way to do this is to pay emphasis to all our direct experiences and be aware of all “objective” and reproducible scientific “truths”. These relative truths, that are subject to “chance” factors (probability laws) only give us shadow knowledge of the real truth which can only be gained by direct experience, as the Greek philosopher, Plato, said long ago. To minimize our discomfort and have peace of mind in a changing universe we can also do something else. We can practice the wonderful human qualities, of prayer and faith, acceptance and forgiveness.

Let us look into the meaning of these words. Prayer is a request made in a humble manner to God. Faith is complete trust and unquestioning confidence in God with or without a strong belief in a formal religion. Acceptance is the consent you have given to yourself to receive and take willingly whatever life brings. Forgiveness is the act of ceasing to feel angry or resentful towards a person or about an offence. Next to prayer, forgiveness is the most powerful tool human beings have to rebalance their lives and find peace. For example, as one grows older a person’s subconscious mind meticulously records all good things and bad things that have happened to her or him. In later life good things give happy memories but bad things give bad memories. Sometimes the memories are replaced by anger, ill disposition, despair and endless stress.

If we pray and practice the attributes I mentioned above, we are likely to reduce fear, anxiety, anger, despair and spare ourselves many other miseries of life. This human life is a unique experience and very precious indeed. Let us make it as delightful and happy as we can.

School days in Calcutta

Rory Fonseca

Introduction

This is an edited extract from a story I wrote for my children when I retired in 1998. It recounts a particular segment of growing up in India, where I spent the first twenty-six years of my life. The first ten years were spent on isolated Wireless Stations in remote locations, complete with armed guards and barbed wire fences. In 1942 my father was transferred to Calcutta, and this is where this narrative picks up.

Settling into a new home

We left my enchanted worlds of Fort St. George (Madras), Ennore and Mambalam in 1942. My father was transferred again, and this time we headed for Calcutta. He had gone on ahead to take over the position and arrange for accommodation, while my mother, my two younger brothers, and myself followed on the Calcutta Mail. This journey was a wonderful experience. The hypnotic *clickety-clack, clickety-clack* of wheels on the steel rails and the gentle rocking from side to side provided comforting rhythms that put us to sleep. Particles of coal dust and soot streamed in from the windows and got in our eyes. Even so, I sat glued to the barred window hoping for a fleeting glimpse of the great steam engine as it strained, *puffa-puffa, puffa-puffa, puffa-puffa*, up an incline or around a wide curve. The enormous engine, gleaming black metal and reeking of hot oil, hissing steam and powerful pistons, conveyed such a mysterious sense of power that I desperately wanted to be an engine driver, and begged my mother to let me ride with them.

My father met us at Howrah station, but I have no memory of the ride to Calcutta proper across the Hooghly River on the floating pontoon bridge, in the shadow of the new steel bridge. He arranged for the baggage to be delivered by bullock cart, and we went ahead to 178 Lower Circular Road, Emerald Court, between Ripon Street and Elliot Road, just across the street from the Baptist Mission. My father was very particular about the wind direction and had carefully chosen a flat that was on the windward side of the building, and so the house was well ventilated. Too, he had selected a location that was very convenient for transportation to all parts of the city. This was my home until 1952 when I was admitted to Bengal Engineering College, at Sibpur, on the other side of the river. During the pre-and-post partition civil disturbances and nightmare of ethnic cleansing I came to the horrible realisation that we occupied the interface, a kind of no-man's land, between a Hindu and Muslim community. These were fearful times, and now and then, when I least expect it, my nightmares return to haunt me.

Circular Road was once the site of a great ditch that English merchants had constructed to defend Calcutta against the Marattas. At one time it marked the eastern edge of the city. This explains the location of the old European cemetery at the junction of Lower Circular Road and Park Street, and the current Christian Burial Ground about 500 yards south of Emerald Court. The Calcutta Tramway Depot and Workshops occupied the space between the Christian Burial Ground and the Remington Rand assembly plant, across from Elliot Road. The other side of the street, from Elliot Road to Park Street, consisted of a series of squalid shops selling recycled car parts, and small repair shops complete with lathes and other machine tools. The sidewalks were always oil stained and the smell of motor oil and grease permeated the entire area. Further down the street towards Park Street were *Chor-bazaar* and Mullick Bazaar, the vegetables and poultry market.

I remember how, when we first moved to Calcutta, my mother was exceptionally vigilant when new buildings were being constructed in the vicinity. Her unspoken fear was that young boys would be kidnapped, sacrificed and buried in the foundations. This transfer was her thirteenth move since 1923 and I suppose she knew what she was doing; I became quick on my feet.

On arriving one of the first things my devout mother did was to set up two altars. The main family altar in the living room was assembled around large framed pictures of Lord Jesus, and his mother the Blessed Virgin Mary. She tended a small oil lamp to ensure it burnt continuously, and set up a small private altar in her bedroom. Every evening after she had bathed she offered sweet smelling frankincense to both altars, and completed the ritual by walking through the house trailing perfumed smoke behind her. She went into all the corners, too, and I'm sure this had more to do with driving off *bhuts* than with keeping mosquitoes away. After dinner the family assembled for prayers before the living room altar.

Life along Lower Circular Road

Lower Circular Road was a wide tree-lined, busy street with tramlines down the centre. All Calcutta's main streets had hydrants about every 50 yards or so, and this segment of Circular Road was still lit by gas lamps. Already in early April the hot sun melted the asphalt and it ran in little rivulets into the drains, and one had to be careful not to get molten tar on one's "BSC" brown canvass shoes. Late afternoon, two employees of Calcutta Corporation ran from hydrant to hydrant, connected up a hose and watered the street to keep down the dust and cool the neighbourhood. Almost immediately the hot road gave off wraiths of steam and became dry in a matter of minutes. At sunset another fellow with a bamboo ladder ran from gas lamp to gas lamp, lighting them with matches. He came around again at dawn and turned them off as the *muezzin* called the faithful to prayer. The melodious *azaan* crept into the soggy voids between sleep and waking and merged with the repetitious "sa-re-ga, re-ga-ma, ga-ma-pa ..." of *Beniapukkur* girls practising on harmoniums. Then the metallic clang-clang of the tram bells, the cawing of gangs of crows, and the acrid smell of wood smoke from kitchen fires mingled with sounds of my father priming the Primus kerosene stove, preparing his morning "cuppa" tea. It was time to get up and get ready for school.

Mid-morning an elderly man set up a lunch stand under a large *Pipal* tree that stood on the other side of the street, closer to Elliot Road. He sat on an old burlap bag and provided a couple of bricks for seats. A basket containing *satoo* (a flour mixture of roasted wheat and barley), a *thali* piled with green chillies and onions, a clay water pot, and some sparkling brass utensils completed the stall. It was a lunch stop for gaunt, sinewy, hard working men, who pulled heavily loaded *thelagharis* delivering dry goods or other merchandise from Sealdah Station.

Another permanent fixture was a young Muslim who stood like a statue at the corner of Elliot Road. He wore layer upon layer of discarded garments until he assumed a shape like the *Michelin Man*. People fed him daily and seemed to consult with him regularly in a low murmur, and he would answer by whispering in their ears. We were warned he was possessed by the devil and gave him a wide berth, but, now, I realise he must have been a mental case, but was perceived as a shaman or soothsayer. Then, there was the *Pathan* in pantaloons and heavy leather *chappli*, who stood menacingly, *lathi* in hand, outside the main gate to the Baptist Mission Press. He was a tall, red-bearded, powerfully built man, who waited for the unfortunate workers who had borrowed money from him at some usurious rate. He roughed them up, and chased delinquents down the street. My father paid cash for everything and cautioned us against ever borrowing money from the *Kabuliwalla*.

Opposite Emerald Court and sprawling as far as Elliot Road was the large estate of the Baptist Mission with its marvellous Doric colonnaded chapel. At the corner of Ripon Street, to the left of the cigarette and *paan* shop was a beautiful secluded house with a gorgeous Rangoon creeper over the gateposts. Surrounded by a high wall, it was the home of a wealthy family, who were slaughtered in the ethnic cleansing of partition. Many years later it still lay abandoned until Mother Theresa turned it into a shelter for homeless women.

St. Theresa's parochial school, Entally

My father had tried to get my two younger brothers and myself admitted into St Xavier's School on Park Street, but it was well into the academic year, so we ended up in the local boy's school attached to St. Theresa's Church, Entally. I was placed in grade 2. St. Theresa's was a

school for orphans and local ruffians, who immediately spotted the new boy with glasses. One Rudolph Houlihan or Houlihan, his younger brother Mike and his gang regularly beat up on me and continually challenged others to boxing matches. I have vague recollection that their father, a Sergeant in the Calcutta Police, was the local boxing champion. Their favourite pastime was for the younger brother to crouch behind me and for the older one, or another scrawny fellow called *Manja*, to push me over. I soon learnt to stand with my back to a wall. We must have been enrolled at St. Theresa's for about a year, and every day was a nightmare. The Anglo-Indian Jesuit in-charge despised us. He cuffed us at the slightest excuse, and was inseparable from his *Malacca* cane. It must have been about 3 feet long, and I still flinch when I recall the smack and swishing sound it made as he struck it rhythmically against his trouser leg. He had no compunction in applying it freely and vigorously on our hands, shins, backs and bums. I'm sure he thought physical punishment would steer us away from our evil ways and save us from hell.

The teachers at St. Theresa's weren't too well qualified. They believed in the old fashioned "stick and slap method" and, like parrots, we rote learned our multiplication tables, and even Nesfield's English Grammar, but especially Catechism. I had the same difficulty with Hindi as I had had earlier in Mambalam with Tamil. I just couldn't distinguish between Cerebrals, Dentals, Gutturals, or figure out the rule for the gender of objects. As punishment I was made to stand in the corridor outside the class room door, highly visible to the maniacal priest. It's a wonder I didn't pee in my pants.

My mother gave us tram fare but I spent my return fare on ink tablets and nibs (the bronze coloured English made Relief nibs were highly prized) or a treat of *jaggery* and shards of fresh coconut at Entally Market across the street. At the end of the day, slouched over to one side by a heavy bag of schoolbooks, I shepherded my brothers home, and learned to scurry past the gauntlet of St. James' High School protestant louts who shouted abuse and challenged all passers-by to a fight. We learned to dodge past them only to arrive at the high walls and stout green-painted wooden gates of Pratt Memorial Girls School where we faced more challenges and taunts, until finally, to my great relief, we reached the safety of Emerald Court. The routine of these daily terrors made me street smart, and I developed an ability to smell the electric odour of danger in the air.

The great Bengal famine of 1943

The great Bengal famine of 1943 was a distressing experience. There had been a series of poor rice crops in Bengal between 1934 and 1941. This deficit was remedied by importing rice from Burma, the breadbasket of Asia, but when the Japanese invaded Burma this source of supply was eliminated. The rice shortages were exacerbated in 1942 when floods and a terrible cyclone destroyed most of Bengal's winter rice crop. The diversion of existing supplies to the army, wide spread profiteering (the price of rice rose 600 per cent), *snafus* in redistributing food, and hoarding, resulted in a terrible famine, and thousands upon thousands of starving people from rural Bengal poured into Calcutta. I have vivid memories of groups of emaciated people camping along the stretch of earthen sidewalk between the Calcutta Tramway sheds and Lower Circular Road Cemetery. It was pitiful to see grey-faced, hollow-eyed children and infants suckling shrunken breasts. Many just lay quietly in the dust totally exhausted, slowly becoming skin and bones as their bodies wasted away. Others lay where they fell, their lifeless eyes staring remorselessly. We were so troubled by the sight of these starving and dying strangers we spontaneously gave them our luncheon sandwiches. I couldn't understand how God could let so many people die in this horrible way, and am still haunted by the memory of desperate mothers and fathers holding their dying children in their arms. All through 1943 and the war years we never went to bed hungry. I don't know how my father managed it, but there was enough food on the table and always some left over to share with others less fortunate.

St. Xavier's High School

My mother took me to St. Xavier's for an admission test. I was scared out of my wits, and then this tall stern looking, hollow faced, Mr. Bampton led me to a large empty echoing classroom. Here I was put through the hoops. I was made to do *sums* on a black board, and then

he tested me in spelling and reading. I was petrified and near tears by the time he delivered me back to mother. I think she was worried that I would not be admitted, but she put her own fears aside and tenderly consoled me. I must have done quite badly because I was put back in grade 2, under the care of a jolly red-faced fellow, Mr. Ryper. Between nine dislocations from one end of the country to the other and makeshift schooling, I was repeating grade 2 for the third time at the age of 12.

The class was a mix of Catholics, Protestants, Buddhists, Jains, Hindus, Muslims, Sepharadic and Askhenazi Jews, Armenians, Parsis, Chinese, Anglo Indians and a handful of expatriate British and European children, a melange of about 30 pupils in all, of whom not more than a third were Catholic. In addition to the three R's, we had a heavy dose of History of the British Empire, Geography, Euclid, English Grammar, and were initiated into the mysteries of long division, and learned how to extract square and cube roots. We spent a lot of time doing dictation, rote learning multiplication tables, and practising handwriting. I remember one freckled red-haired English boy, Tommy Cliff, who had an awful time with his handwriting, and invariably got purple ink all over his hands and clothes. Cruel Mr. Ryper singled him out and sneered aloud, "Your writing is like a spider with inky feet walking on paper!" I sat next to Tommy. His face would become red and he'd cry silently. I wanted to console him but was afraid that Mr. Ryper would become irritated and pick on me. There were comical incidents, too. One chap with curly black hair and heavy lenses that magnified his eyes, I remember his name was Malothra, never seemed to do his homework and when confronted would burst into crocodile tears saying his mother had just died. By the end of the year, his poor mother, along with several other members of his family, had died several times over. Then, there was Afzal, an eager beaver, who showed up with *misree* to illustrate crystal growth. He ate his assignment after his demonstration. And the Ali twins, Rezar and Salim, who sat in the front row, up and down like Jacks-in-the-box, hands raised high, "Sir! Sir! Sir!" with all the right answers. They were as smart as owls, always standing first and second in the weekly tests, but didn't have too many friends.

The foul tempered Mr. Rebello

If Mr. Ryper was cruel, Mr Rebello, the grade 3 master was a foul tempered, mean swine. He used a foot long, square section, wooden ruler to beat us if we talked in class or didn't answer his questions correctly. He had his favourites, who kissed ass and gave him expensive presents on the annual "Master's Day", and others he continually picked on. One poor soul, Terence Blackie or Blackear was beaten regularly on the knuckles, where it hurt most. He was a tough kid and didn't cry. Monday was inspection day. We lined up in front of the class, one column of desks at a time. Mr. Rebello looked each one in the eye, and one didn't dare blink. His breath stank of stale cigarettes. Sometimes he faked a slap and laughed aloud when the poor fellow cringed. A black cloud of fear descended over the entire class. I considered running away but was afraid my father would meet with Fr. Prefect, and then I'd be in real trouble with Mr. Rebello. Rebello didn't do much to bolster my confidence, and I developed a stammer, a dreadful stammer. I became introspective, and dreaded the weekly Elocution test, where one stood at the front of the class (within easy reach of Rebello) and recited a poem from memory. I failed miserably and was the butt of his jokes, and teased unmercifully by classmates. I was thoroughly miserable and trailed at the very bottom of my class to my father's despair.

The Long Reach of the Jesuits.

The Jesuits are famous as educators, and St. Xavier's, their presence on 30 Park Street included some very learned scholars and linguists. They admitted students from all religious and cultural backgrounds. They extolled virtues such as fairness, honesty, hard work, and courtesy, and their rigorous discipline moulded one's character, but the interest and care of Catholics went beyond the regular routine of "Reading, Riting and Rithmetic". They naturally had a keen interest in Catholic students who were seen as potential recruits to the priesthood and indeed, many of my friends became Jesuits, as did two of my older brothers. We were put under the tutelage of a young Jesuit, whose thankless job it was to instilling in us the value of good works and charity among the poor, and especially to pray for the return of those who had strayed from the example set by Christ. Not all Catholics joined these groups and those who did were sneered at as "Holy

Joes" by the class jocks and excluded from their inner circle. However, they accepted me because I was tall, muscular, and a valuable member of the class football team. As one advanced through the school system a few candidates perceived to have a high potential for the priestly vocation were separated out and encouraged to become members of a *Sodality* devoted to the Blessed Virgin. I was invited to become a member and we met once a week to discuss issues and questions that impinged on the moral development of young men. Although I can't recall the names of all the active members of our group, I remember Henry D'Souza and his brother Mervin, Paul Remedios, and Trevor Gaudencio. Paul, Mervin and myself volunteered as runners for Mother Theresa carrying food and medicine to the sick or needy families, and her shelters for the destitute and dying. I didn't realise it at the time, but this was the beginning of a systematic brainwashing to recruit us into the Jesuit Society of Jesus. Fortunately, I wasn't worthy enough, but Henry D'Souza is now Archbishop of Calcutta, and Paul is a Jesuit somewhere in India.

Being educated by Jesuits put a peculiar spin on my beliefs, values, and certainly they moulded my character. And though I escaped their grasp I now realise that they shaped my very sense of being in ways more subtle than I realised at the time. The long reach of these stoical Jesuits still casts a shadow over me.

DINO'S GROCERY MART



460 Notre Dame Ave., Winnipeg, MB R3B 1R5

Phone : 942-1526



Serving the East Indian Community of Manitoba for the last 20 years.

Highest Quality Products • We Work Hard to Provide Quality, Variety and Good Value.
Experience for a Pleasant Shopping.

We offer:

- Friendly Environment • Bulk Food Section
- Largest Audio, Video Section; Hindi, Punjabi, Urdu movies - *Over 9,000 Titles*
- Largest Selection of DVD's - New and Old Titles
- 220V Small Appliances - Multi system T.V.s and VCRs • Video Conversion
- Herbs, Vitamins and Herbal Medicines from India • Indian Snacks, Sweets, Soft Drinks
- Full range of Groceries • Largest Section of Indian Utensils

We Now Wire Money to Any Where in the World - Same Day Service.

We Thank You very much for your continued support.

In Winnipeg
We are
Second Only to
Our Customers,
Who will
Always Be **#1**

At Dino's
Diwali Sale
Is
The Biggest
Sale
of The Year

We Apply
"Henna Tatoo"
(Mehndi)
At
Reasonable
Rates

Library

Samir Bhattacharya

Life is a library, with no librarian in sight.
Entrance and exist are obligatory at set times.
Read whatever you want,
But no books to take out.
Infinite, uncatalogued books
Wait to be read.
To read or not to read is an option.

I try to read a few that are interesting,
Need perseverance against
Seductive somnolence.
I keep busy looking for
The special book—somewhere hidden--
That can tell me about all other books.

शुभ दीपावली का हार्दिक अभिनन्दन

INDIA SPICE HOUSE & VIDEO

KNOWN FOR:

- WEST AND EAST INDIAN GROCERY AND SPICES
- FRESH TROPICAL VEGETABLES EVERY WEEK
- NEAR AND CLEAN DAALS, SPICES AND SELECTIONS IN BASMATI RICE
- WIDE SELECTION IN PICKLES, CHUTNEYS, READY TO EAT FOODS AND SNACKS
- FRUIT FLAVORED MANGO, MALAI, PISTA ICE CREAM AND KULFI
- ALWAYS AVAILABLE TANDOORI NAAN, MASALA NAAN, ONION NAAN, MUGLAI AND KULCHA NAAN, PANI PURI, READY TO EAT SAMOSAS AND SPICY CHASEWS

LARGEST INDIAN DVD AND MOVIES STORE IN MANITOBA

- (OVER 2000 DVD TITLES TO CHOOSE FROM)
- WIDE SELECTION IN HINDI, PUNJABI AUDIO AND CD'S
- LOONIE TUESDAY – RENT ANY DVD ON TUESDAY FOR 99¢
- SPECIAL RENT 3 DVD'S FOR 5 DAYS FOR 5.99 (REGULAR TITLES)
- VISIT STORE FOR SELECTION AND LATEST RELEASES

A & W

PEMBINA HWY

STORE

ISHOP GRANDIN

INDIA SPICE HOUSE AND VIDEO
3-1875 PEMBINA HWY – WINNIPEG
PHONE: (204) 261-3636

STORE HOURS
MON TO SATURDAY 10AM - 8PM
SUNDAY AND HOLIDAY 12PM - 5PM

The Turn of Century

Shibdas Biswas

A dawn of misery,
Darn a colossal loss
Fear of unknown
Cries swept the country
We are alive,
We will live the day
Watch death everyday,
Sufferers within and beyond.
Feel dread than alive
Die once for all,
Than die every day
Others, in search of God
Called scholars,
Easy to reach Him
Make you believe,
They are big as Him
Nonetheless, the poor
Is left behind
The 'faith' is the strength
The faith is the joy
The faith liveth every day
As you walk the road, see a
dying man, waiting death embrace
What is more important.
Carry him or leave him behind,
Him and I are the same
Next life, he is your blood
Pour your heart and love,
Better to carry, than leave behind
Mother bless me as a part of Him.



MISS YOU

Samir Bhattacharya

I am fascinated by the way
I do things I don't know I'm doing.
Thanks to my unconscious consciousness
To keep me alive.

I was consciously listening to music
While unconsciously holding
A glass of wine—didn't spill.
Then the consciousness switched
To the wine; a sip—a great taste.
Momentarily the music was switched
To unconscious mode.

They were all there—
Only a matter of switching
The variable, wandering focus.
But the switching itself was unconscious.

Is it just neurons and neurotransmitters?
Or still, ions and membranes----
Electrons, energy, and.....
Then somehow all these
Give me words to tell you----
I miss you.

অভিনন্দন
Puja Greetings from
Jaya and Asim Roy



***Puja
Greetings
from***

Manish, Sharmilla,

Nandita & Dan

With Best Compliments from
the Staff and the Management of

**East India Company
Pub & Eatery**



Downtown, 349 York Avenue

(Next to Convention Centre)

Winnipeg, Manitoba

Ph: (204) 947-3097 • Fax: (204) 947-5019

- *We Cater All Functions!*
- *On Site or In House!*
- *Call for your Special Quote Now!*
- *Mithai Made to Order*



Sunrise INTERNATIONAL

TOURS & TRAVEL SERVICES



APPOINTED AGENTS FOR ...

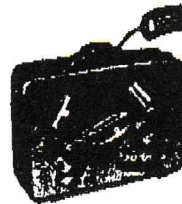
Aeroflot
Air Canada
Air France
Air Jamaica
Alaska Airlines
Alitalia
Austrian Airlines
British Airways
British Midland
Bwia
Canada 3000
Cathay Pacific
Cubana
Czech Airlines
Delta
Egypt Air
Finn Air
KLM
Lot Polish
Lufthansa
Mexicana
Middle East
North West
Qantas
Royal
Sabena
Saudi Arabian
Swiss Air
Tarom Airlines
Turkish
TWA
United Airlines
U.S. Airlines
Via Rail
West Coast Air
West Jet

Full Service
Travel Agency
with Experienced Staff



Business and Corporate
Travel

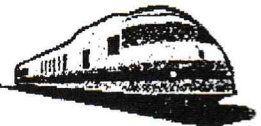
Hotels & Car
Bookings



Via Rail



Cruises



Travel Insurance
From Blue Cross and Ingle

Packages

Best Possible Fares for
... Middle East ... Africa ... Asia ... Europe
... Indian Sub-Continent ... Caribbean and South America

Visa and Passport
Applications and Assistance



Free Ticket Delivery

804 Sargent Avenue • Winnipeg, Manitoba R3E 0B8 • Phone: (204) 779-8099 • Fax: (204) 779-5610